

বিদ্যুৎ কুইক গাইড

এক নজরে গ্রাহকের সমস্যা ও তার সমাধান



CONASC

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সচেতনতা ও সহায়তা কেন্দ্র

25 years
1983 2008
CUTS International

25 years
1983 2008
CUTS International

বিদ্যুৎ কুইক গাইড



সূচিপত্র

নতুন কানেকশন	৩-১০
অস্থায়ী কানেকশন	১১-১২
মিটারিং ও বিলিং	১৩-১৮
অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি	১৯-২৩
সিকিউরিটি ডিপোজিট	২৪-৩০
জেলা ভিত্তিক টোল ফ্রি নম্বর	৩১



নতুন কানেকশন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রেগুলেশন নং ৪৬-এ এবং সম্প্রতি প্রকাশিত WBSEDCL এর Procedure A এবং B তে নতুন সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মগুলিতে বলা আছে। নতুন বিদ্যুৎ কানেকশনের জন্যে কিভাবে আবেদন করতে হবে, কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে, কত টাকা দিতে হবে, কোন্ ক্ষেত্রে কানেকশন পেতে কত সময় লাগবে, ইত্যাদি সমস্ত এই রেগুলেশনে এবং নিয়মাবলী তে বলা হয়েছে।

নতুন কানেকশন পেতে হলে কি করতে হবে? (Procedure A অনুযায়ী)

Step 1

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রথমত বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার লোকাল অফিস (যেখানে স্টেশন ম্যানেজার বসেন) থেকে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে নতুন কানেকশন সম্বন্ধীয় বুকলেট জোগাড় করতে হবে।

Step 2

নির্ধারিত বুকলেট-টির সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করে এবং যে বাড়িতে কানেকশন নিতে হবে তার একটি স্কেচ বানিয়ে; নির্ধারিত আর্নেস্ট মানি (ডোমেস্টিক ও কৃষি ক্ষেত্রের গ্রাহকদের জন্য ২০০ টাকা) সহযোগে স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে জমা করতে হবে। আবেদনের ফর্ম জমা করার সময় কাউন্টার থেকে সই করা রিসিট নেওয়া আবশ্যিক।



বিভিন্ন সংযোগের জন্য কত আর্নেস্ট মানি লাগবে তা নীচের টেবিলে দেওয়া হলো

লো ভোল্টেজ ও মিডিয়াম ভোল্টেজ সংযোগের জন্য (L&MV)	
১) ডোমেস্টিক ও কৃষি ক্ষেত্রের সংযোগের জন্য	২০০ টাকা
২) ইন্ডাস্ট্রিয়াল সংযোগের জন্য	২,০০০ টাকা
৩) ১০ কেভিএ ও তার বেশি লোডের বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য	১,০০০ টাকা
৪) উপরের তিনটি (১) (২) এবং (৩) ছাড়া আর যে কোনো সংযোগের জন্য	২০০ টাকা

বি দ্রঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী এখন থেকে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার চালিত হাসপাতাল, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, ও কেন্দ্র বা রাজ্য চালিত পাঠাগারে (**Library**) নতুন বিদ্যুৎ কানেকশন নিতে গেলে আর্নেস্ট মানি জমা দিতে হবে।

Step 3

আবেদন জমা করার পরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধি ৭ দিনের মধ্যে (পৌরসভা এলাকার জন্য) অথবা ১৫ দিনের মধ্যে (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জন্য) ইন্সপেকশন (Inspection) করতে আসবেন। ইন্সপেকশন করার পর বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার (WBSEDCL) প্রতিনিধি একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন, যার দুটি ভাগ থাকবে পার্ট A (WBSEDCL-এর জন্য) ও পার্ট B (গ্রাহকের জন্য)। কানেকশন নিতে গেলে ওই ইচ্ছুক গ্রাহকের কত টাকা খরচ হবে তার একটি এস্টিমেট (Estimate) বা কোটেশন (Quotation) ইন্সপেকশন হয়ে যাওয়ার পর ৭ দিনের মধ্যে WBSEDCL করে পাঠাবেন।

Step 4

বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার তরফ থেকে কোটেশন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন সংযোগ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে Annexure-B সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করে, কোটেশনের অর্থসহ বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিসে জমা করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও রিসিট নিতে হবে।

নতুন কানেকশন নিতে গেলে কত টাকা সার্ভিস কানেকশন চার্জ হবে তা নীচের টেবিল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে—

কত লোডের কানেকশন (C) হবে (কিলোওয়াট KW)	কত টাকা লাগবে
০.২ KW পর্যন্ত	২০০ টাকা
০.২ KW থেকে ০.৬ KW	৪০০ টাকা
০.৬ KW থেকে ১ KW	১০০০ টাকা
১ KW থেকে ২ KW	২০০০ টাকা
২ KW থেকে ৩ KW	৩০০০ টাকা
৩ KW থেকে ৪ KW	৪০০০ টাকা
৪ KW থেকে ৫ KW	৮০০০ টাকা
৫ KW থেকে ৬ KW	১০০০০ টাকা
৬ KW এর বেশি হলে	১০০০০ টাকা + ২৫০০ টাকা × (C-৬)

- বি দ্রঃ ১. কোটেশন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নতুন সংযোগ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি কোটেশনের অর্থ সহ Annexure-B বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিসে জমা না করেন তাহলে তার জমা করা আর্নেস্ট মানি কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা আর ফেরত দেবে না।
২. যে ক্ষেত্রে নতুন সংযোগ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওই ৯০ দিনের মধ্যে কোটেশনের অর্থ সহ Annexure-B বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিসে জমা করবেন, তখন তার আগে জমা রাখা আর্নেস্ট মানি কানেকশন নেবার খরচের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট (Adjust) করা হবে।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার জন্যে দরখাস্তের সঙ্গে কী কী তথ্য ও নথি জমা দেওয়া আবশ্যিক ?

পারিবারিক (ডোমেস্টিক) গ্রাহকদের জন্য

- বাসস্থানের যথার্থ ভোগদখলের অধিকারের প্রমাণ যেমন, ভোটার্স কার্ড/পাসপোর্ট/বাড়ি ভাড়ার বিল/টেলিফোন বিল/পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের ট্যাক্সের বিল/ বা সরকারী মন্ত্রালয় বা দপ্তরের দেওয়া যেকোনো নথি যা কিনা তার ওই বাসস্থানের যথার্থ ভোগদখলের অধিকারের প্রমাণ করে।
- ওয়ে লীভ (Way Leave) সংক্রান্ত অনুমতি পত্র (যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে)।
- পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র। যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যেমন—বড় কারখানা ও বহুতল আবাসন / বহুতল আবাসন তথ্য বানিজ্যিক কমপ্লেক্স)।

সঠিক রূপে আবেদন করার কত দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া উচিত (রেগুলেশন অনুযায়ী) ?

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদনের পদ্ধতিতে যদি কোনো ভুল না থাকে তবে সংযোগ পাবার সময়সীমা নীচে দেওয়া হলো—

লো ভোল্টেজ ও মিডিয়াম ভোল্টেজ গ্রাহকদের জন্য

- যদি ডিস্ট্রিবিউশন মেইন আগে থেকেই থাকে তবে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে।
- যদি ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সাথে নতুন কোন যন্ত্রাংশ সংযোজন (Augmentation) করার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু নতুন পোল বা ওভারহেড লাইনের এক্সটেনশনের প্রয়োজন না থাকে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৪০ দিনের মধ্যে
- যদি ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সাথে নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযোজন (Augmentation) করার প্রয়োজন থাকে এবং মাটির তলায় ১০০ মিটার পর্যন্ত কেবিল পাতার প্রয়োজন থাকে তবে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৪৫ দিনের মধ্যে।
- যদি ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সাথে নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযোজন (Augmentation) করার প্রয়োজন থাকে এবং একই সঙ্গে পোল বা ওভারহেড লাইনের এক্সটেনশন করতে লাগে তবে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে।

- যদি ডিস্ট্রিবিউশন মেইন-এর সাথে নতুন কোনো যন্ত্রাংশ সংযোজন (Augmentation) করার প্রয়োজন থাকে এবং মাটির তলায় ১০০ মিটারের বেশি কেবিল পাতার প্রয়োজন থাকে তবে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৯০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে বর্তমান ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন থেকে সংযোগ দেওয়ার নতুন ট্রান্সফরমার এবং/অথবা অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন করার প্রয়োজন থাকে—Annexure-B জমা দেবার পর ৯০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে বর্তমান ৩৩/১১ কেভি অথবা ৩৩/৬ কেভি সাবস্টেশন থেকে সংযোগ দেওয়ার জন্য নতুন ট্রান্সফরমার এবং/অথবা অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন করার প্রয়োজন থাকে—Annexure-B জমা দেবার পর ১৫০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে নতুন সাবস্টেশন বসাতে/তৈরি করতে হবে :
 - যদি নতুন ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন তৈরী করতে হয়—Annexure-B জমা দেবার আর অন্য সমস্ত অফিসিয়াল কার্যকলাপ শেষ হবার পর ৯০ দিনের মধ্যে।
 - যদি নতুন ৩৩/১১ কেভি অথবা ৩৩/৬ কেভি সাবস্টেশন তৈরি করতে হয়—Annexure-B জমা দেবার আর অন্য সমস্ত অফিসিয়াল কার্যকলাপ শেষ হবার পর ৩০০ দিন।

কানেকশনের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য কী করতে হবে?

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রথমত বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিস থেকে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে নতুন কানেকশন সন্মুখী সবকটি ফর্ম একসঙ্গে জোগাড় করবেন।

- Annexure-A1 ফর্মটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ভরে জমা করে দিতে হবে স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিসে। ফর্মের সঙ্গে যে সমস্ত নথি জমা করতে হবে সেগুলি হল—বর্তমান গ্রাহকের থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা NoC (Annexure-A2) / উত্তরাধিকার প্রমাণ (Annexure-A3) / ভাড়াটিয়া প্রমাণ / লীজ ডিড।
- Annexure-A1 জমা করার তারিখের থেকে ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সংস্থা থেকে চেয়ে পাঠাতে পারে (যেমন—সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ, নতুন মালিক ও পুরোনো মালিকের মধ্যে বিদ্যুৎ সংস্থার কাছে বাকি থাকা টাকা মেটানোর এগ্রিমেন্টের কপি)।

- বিদ্যুৎ সংস্থার থেকে ঐ চিঠি পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সংস্থার অফিসে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করতে হবে এবং সংস্থার বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বকেয়া টাকার মধ্যে কিন্তু সেই মাসের বিদ্যুৎ বিলের টাকা ধরা হবে না।
- যদি আবেদনকারী সমস্ত তথ্য ঠিক ঠিক ভাবে জমা করে থাকেন তবে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা পরবর্তী বিলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে দেবেন এবং পুরোনো মালিকের শেষ বিদ্যুৎ বিলটি নতুন মালিকের পাওয়া নতুন বিলটির সাথে যোগ করে দেওয়া হবে।

বিদ্যুৎ গ্রাহক যদি তাঁর কানেকশনের লোড বাড়াতে চান তবে কি করতে হবে এবং কতদিনের মধ্যে তা হয়ে যাওয়ার কথা (রেগুলেশন অনুযায়ী)?

বিদ্যুৎ গ্রাহক যদি তাঁর কানেকশনের লোড বাড়াতে চান তবে তাঁকে Annexure-B ফর্মটি সম্পূর্ণ রূপে ভর্তি করে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার অফিসে জমা দিতে হবে এবং জমা করার রিসিট নিয়ে নিতে হবে। আবেদন জমা করার কত দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার লোড বাড়ানো উচিত (রেগুলেশন অনুযায়ী) তা নীচের অংশে দেওয়া হল—

- যেখানে ওভারহেড লাইন সংযোজনের প্রয়োজন আছে কিন্তু নতুন পোলের প্রয়োজন নেই—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে ১০০ মিটার পর্যন্ত মাটির নীচে তার পাতা আবশ্যিক কিন্তু কোনো নতুন পোলের প্রয়োজন নেই—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৪৫ দিনের মধ্যে
- যেখানে ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সংযোজন (Augmentation) করা দরকার কিন্তু মাটির নীচে তার পাতার অথবা ওভারহেড তার বাড়ানোর প্রয়োজন নেই—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৪৫ দিনের মধ্যে।
- যেখানে ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সংযোজন (Augmentation) করার সাথে সাথে ওভারহেড তার বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কিন্তু নতুন পোলের প্রয়োজন নেই—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সংযোজন (Augmentation) করার সাথে সাথে ওভারহেড তার বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং নতুন পোলেরও প্রয়োজন আছে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৯০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে ডিস্ট্রিবিউশন মেইন এর সংযোজন (Augmentation) করার সাথে সাথে মাটির নীচে তার পাতার প্রয়োজন আছে—Annexure-B জমা দেবার তারিখের ৯০ দিনের মধ্যে।

- যেখানে বর্তমান ৩৩/১১ কেভি অথবা ৩৩/৬ কেভি সাবস্টেশন থেকে সংযোগ দেওয়ার জন্য নতুন ট্রান্সফরমার এবং/অথবা অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংযোজন করার প্রয়োজন থাকে—Annexure-B জমা দেবার পর ১৫০ দিনের মধ্যে।
- যেখানে নতুন সাবস্টেশন বসাতে/তৈরি করতে হবে :
 - যদি নতুন ডিস্ট্রিবিউশন সাবস্টেশন তৈরি করতে হয়—Annexure-B জমা দেবার আর অন্য সমস্ত অফিসিয়াল কার্যকলাপ শেষ হবার পর ৯০ দিনের মধ্যে।
 - যদি নতুন ৩৩/১১ কেভি অথবা ৩৩/৬ কেভি সাবস্টেশন তৈরি করতে হয়—Annexure-B জমা দেবার আর অন্য সমস্ত অফিসিয়াল কার্যকলাপ শেষ হবার পর ৩০০ দিনের মধ্যে।
- ** কানেকশনের লোড বাড়ার সময় গ্রাহককে সার্ভিস কানেকশন চার্জ ও সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ টাকা গ্রাহককে কানেকশনের লোড বাড়ার সময় দিতে হবে, তা থেকে প্রথম কানেকশন নেওয়ার সময় গ্রাহক যে টাকা জমা দিয়েছিলেন সেই পরিমাণ টাকা বাদ যাবে।

সার্ভিস কানেকশন চার্জ

অর্থাৎ ধরা যাক নতুন লোডের সার্ভিস কানেকশন = X

আগের সার্ভিস কানেকশন চার্জ = Y

তাহলে গ্রাহককে নতুন লোডের সার্ভিস কানেকশনের টাকা থেকে আগের সার্ভিস কানেকশনের টাকা

(X-Y) বাদ দিয়ে টাকা জমা করতে হবে।

সিকিউরিটি ডিপোজিট

ধরা যাক নতুন সিকিউরিটি ডিপোজিট = SDT

আগের সিকিউরিটি ডিপোজিট = SDE

তাহলে গ্রাহককে নতুন সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা থেকে আগের সিকিউরিটি ডিপোজিট টাকা (SDT-SDE) বাদ দিয়ে টাকা জমা করতে হবে।

অস্থায়ী কানেকশন

অস্থায়ী সংযোগের নিয়মগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রেগুলেশন নং ৩১ এবং পরবর্তীতে তৎসংক্রান্ত কিছু পরিবর্তন রেগুলেশন নং ৩৮ এবং ৪১-এ বলা আছে।

অস্থায়ী সংযোগ তিন রকমের হতে পারে—

- স্বল্পকালীন অস্থায়ী সংযোগ—যে কোনো সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান, যেমন—বিয়ে, পূজো, মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে। এই ধরনের সংযোগ এক নাগাড়ে ৩৫ দিনের বেশি দেওয়া হয় না।
- কমাার্শিয়াল প্লান্টেশনের জন্য স্বল্পকালীন অস্থায়ী সংযোগ—সাধারণত চা বাগানে চাষ, ফুলের চাষ (Floriculture), উদ্যান পালন (Horticulture), প্রভৃতির



জন্যে এই ধরনের সংযোগ দেওয়া হয়। এক নাগাড়ে ১৮০ দিনের বেশি এই ধরনের সংযোগ দেওয়া হয় না।

- কৃষিক্ষেত্রে সেচের জল সরবরাহ করার জন্যে স্বল্পকালীন অস্থায়ী সংযোগ—কমার্শিয়াল প্লান্টেশন ছাড়া যেকোনো চাষের কাজে এ ধরনের সংযোগ দেওয়া হয়। এক নাগাড়ে ১২৫ দিনের বেশি এই ধরনের সংযোগ দেওয়া হয় না।

কী করে অস্থায়ী সংযোগ নেওয়া যেতে পারে—

- অস্থায়ী সংযোগ লো বা মিডিয়াম ভোল্টেজ (LV & MV) এর ক্ষেত্রে যেদিন লাগবে তার কমপক্ষে ১০ দিন আগে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থার অফিসে নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে সমস্ত তথ্য ভরে, প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্রসহ জমা দিতে হবে।
- অস্থায়ী সংযোগ হাই ভোল্টেজ (HV) এর ক্ষেত্রে যেদিন লাগবে তার কমপক্ষে ২০ দিন আগে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থার অফিসে নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে সমস্ত তথ্য ভরে, প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্রসহ জমা দিতে হবে।

আবেদনপত্র জমা ছাড়া যা যা করণীয় তার অন্যতম হলো—

- ট্রেস্ট সার্টিফিকেট অর্থাৎ যেখানে অস্থায়ী সংযোগ লাগবে সেখানের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কেমন—ওয়ারিং ঠিক আছে কিনা, লোড কত লাগবে ইত্যাদি জমা করতে হবে।
- বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থার কাছে সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা করতে হবে।
- সিকিউরিটি ডিপোজিট ছাড়াও অস্থায়ী সংযোগ নিতে গেলে যা যা খরচ লাগে (যাকে কানেকশন চার্জ বলা হয়) তাও জমা করা আবশ্যিক।

মিটারিং ও বিলিং

বিদ্যুৎ বিলে যে যে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া থাকে

- সার্ভিস কানেকশন নম্বর
- কনজিউমার নম্বর
- বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময় কাল
- কানেকটেড লোড
- আগের রিডিং-এর তারিখ
- বর্তমান রিডিং-এর তারিখ
- বিলের তারিখ
- গ্রাহকের শ্রেণি
- কনজিউমার ID
- কনজিউমার কোড
- মিটার (গুলির) নম্বর
- আগের রিডিং
- নতুন রিডিং
- কত ইউনিট ব্যবহার করেছেন
- গড় ইউনিট
- অ্যাডজাস্টমেন্ট ইউনিট
- মোট ইউনিট
- সর্বাধিক ডিম্যান্ড (KVA)
- কোন্ মাসের বিল
- কত টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন
- ফিল্ড/ডিম্যান্ড/মিনিমাম চার্জ
- মিটার ভাড়া
- ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি
- FPPCA চার্জ
- যত টাকা অ্যাডজাস্ট হবে
- বিল দেয়তে দিলে সারচার্জ
- এরিয়ার এনার্জী চার্জ
- এরিয়ার ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি
- গ্রস ডিম্যান্ড
- সরকারি অনুদান
- রিবেটের পরিমাণ
- ডিউ ডেটের মধ্যে যত টাকা দিতে হবে
- ডিউ ডেট
- ডিউ ডেটের পরে যত টাকা দিতে হবে

প্রথম ডিউ ডেটেই (পুরো) বিল দিলে যত টাকা দিতে হবে (এক্ষেত্রে ৫ পয়সা/kwh হারে স্পেশাল রিবেট পাওয়া যাবে)

কিভাবে বিদ্যুৎ বিল হিসেব করবেন :

এখানে একজন গৃহস্থ (Domestic) বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল হিসেব করার উদাহরণ দেওয়া হল—

ধরা যাক কোনো একজন গ্রাহকের তিন মাসে ৬০০ ইউনিট বিল এসেছে।
নিচের টেবিলে তারই হিসাব দেওয়া হলো—

কোন মাসের বিল	কত টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন	ফিক্সড/ ডিম্যান্ড/ মিনিমাম চার্জ	মিটার ভাড়া	ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি*	FPPCA চার্জ
এপ্রিল	৮৮৪.৭৫	৫.০০	১০.০০	০০.০০ টাকা*	
মে	৮৮৪.৭৫	৫.০০	১০.০০	০০.০০ টাকা*	
জুন	৮৮৪.৭৫	৫.০০	১০.০০	০০.০০ টাকা*	

এবার আমাদের এই বিলের প্রতি এক মাসের বিদ্যুতের ইউনিটের দাম নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ ওই গ্রাহকের প্রতিমাসে বিদ্যুতের ব্যবহার হবে : ৬০০ ইউনিট / ৩ মাস - ২০০ ইউনিট প্রতিমাস।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অনুমোদিত বিদ্যুৎ মাসুল তালিকা অনুযায়ী গ্রামীণ গৃহস্থ (Domestic Rural) গ্রাহকের মাসিক বিদ্যুৎ মাসুলের Slab গুলি এই রকম :

প্রথম ২৫ ইউনিট - ৩.০০ টাকা

পরের ৩৫ ইউনিট - ৩.৪৫ টাকা

পরের ৪০ ইউনিট - ৪.৬০ টাকা

পরের ১০০ ইউনিট - ৫.০৫ টাকা

পরের ১০০ ইউনিট - ৫.১৫ টাকা

পরের ৩০০ ইউনিট - ৬.৮৫ টাকা

* (মাসিক ৩০০ ইউনিটের নিচে বিদ্যুতের ব্যবহার হলে ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি লাগবে না)

আমরা যদি ওই ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎকে উপরের Slab অনুযায়ী হিসাব করি তবে তা হবে এই রকম—

প্রথম ২৫ ইউনিট	× ৩.০০ টাকা	= ৭৫.০০ টাকা
পরের ৩৫ ইউনিট	× ৩.৪৫ টাকা	= ১২০.৭৫ টাকা
পরের ৪০ ইউনিট	× ৪.৬০ টাকা	= ১৮৪.০০ টাকা
পরের ১০০ ইউনিট	× ৫.০৫ টাকা	= ৫০৫.০০ টাকা
<u>মোট ২০০ ইউনিট বিদ্যুতের দাম হবে</u>		<u>= ৮৮৪.৭৫ টাকা</u>

- এই বিল যদি গ্রাহক ডিউ ডেট (Due date) এর মধ্যে প্রদান করেন তবে তিনি বিল Amount এর উপর ২% হারে ছাড় (রিবেট) পাবেন।
- যদি গ্রাহক ডিউ ডেট (Due date) এর মধ্যে বিল প্রদান না করেন তবে তিনি ওই ছাড় (রিবেট) পাবেন না।
- দেরি হওয়ার জন্য কিছু অতিরিক্ত চার্জও দিতে হতে পারে। অতিরিক্ত চার্জের নিয়মগুলি এরকম ?
 - ৩ মাস পর্যন্ত দেরি হওয়ার জন্যে প্রতিমাসের বিলের পরিমানের উপর ১.২৫% হারে ডিলেড পেমেন্ট সার চার্জ (Delayed Payment Surcharge) দিতে হবে।
 - ৩ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত দেরি হওয়ার জন্যে প্রতিমাসের বিলের পরিমানের উপর ১.৫০% হারে ডিলেড পেমেন্ট সার চার্জ (Delayed Payment Surcharge) দিতে হবে।
 - ৬ মাসের বেশী দেরি হওয়ার জন্যে প্রতিমাসের বিলের পরিমাণের উপর ২% হারে ডিলেড পেমেন্ট সার চার্জ (Delayed Payment Surcharge) দিতে হবে।

মিটার ও বিল সংক্রান্ত সমস্যা

ক্রটি যুক্ত বিল অথবা বিলে দেওয়া ইউনিট মিটার রিডিং কার্ডের সাথে মিলছে না।

রেগুলেশনে কি বলা হয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রেগুলেশন নোটিফিকেশন নং ৩৬ ধারা ৩.৫ অনুসারে প্রথমে সার্কেল গ্রীভান্স রিড্রেসাল অফিসার (CGRO) এবং তারপর মহামান্য লোকপালের (Ombudsman) কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

- এক্ষেত্রে অভিযোগ করার সাথে সাথে তাকে দিতে হবে (নীচের দুটির মধ্যে যেটা কম)
 - বিলে যে পরিমাণ অর্থ চাওয়া হয়েছে, অথবা
 - আগের ৬ মাসের যে বিল হয়েছিল তার ভিত্তিতে একটা গড় বিল পরিমাণ।
- যতদিন না অভিযোগটির নিষ্পত্তি হচ্ছে ততদিন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।
- যে টাকা গ্রাহক দিচ্ছেন তার সাথে প্রকৃত বিলের তারতম্য থাকলে তা পরবর্তী বিলের সাথে Adjust করতে হবে।
- যদি দেখা যায় যে গ্রাহক প্রদেয় অর্থের চেয়ে বেশী দিয়েছেন, তাহলে যে সময় তিনি টাকা দিয়েছেন সেই দিন থেকে অভিযোগ নিষ্পত্তি হওয়ার দিন, এই পুরো সময়ের জন্য সরবরাহকারী সংস্থা তাঁকে সুদ দেবেন। এই সুদের হার SBI-এর স্পল্ল মেয়াদি সুদের হার Prime Lending Rate (PLR) এর চেয়ে একটু বেশি হবে।

চুরির অভিযোগ থাকলে অবশ্য এগুলি প্রযোজ্য হবে না।

বাড়ির বিল পৌঁছে দিতে দেরি হচ্ছে

রেগুলেশনে কি বলা হয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রেগুলেশন নোটিফিকেশন নং ৩৬ ধারা ৩.১.৫ ও ৩.১.৬ অনুসারে সরবরাহকারী সংস্থা বিলে উল্লেখিত।

- প্রদেয় অর্থ জমা করার তারিখের অন্তত সাতদিন আগে গ্রাহকের কাছে বিল পৌঁছে দেবেন। এর জন্যে কুরিয়ার, ডাক, বা হাতে হাতে অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে তারা নিতে পারেন।
- যদি সঠিক সময় গ্রাহক বিল না পান তাহলে সরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে তিনি বিলের কপি নিয়ে নিতে পারেন, অথবা তাঁকে বিলের কপি পাঠাতে বলতে পারেন, যাতে তিনি সঠিক সময়ে বিল জমা করতে পারেন।
- গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে বা তার কোনো অনুমোদিত প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে তার বিলের কপি চেয়ে নিতে অর্থ জমা করতে পারেন।
- গ্রাহক যদি সরবরাহকারী সংস্থাকে অনুরোধ করেন তাহলে তাদের বিলের কপি বা আসল বিলের প্রাসঙ্গিক অংশ ফ্যাক্স, করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বিদ্যুতের বিল সময়মতো পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থা কী বিনা নোটিসে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-এর ৩৬ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কমপক্ষে পনেরো দিন আগে (Not less than clear 15 days) বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা ভাবে নোটিস পাঠাতে হবে।

মিটার সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে কী করবেন?

মিটার সংক্রান্ত কী কী সমস্যা হতে পারে—

১) মিটারটি পুড়ে গেছে অথবা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু বিদ্যুৎ সাপ্লাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না

- এই ধরনের সমস্যা হলে গ্রাহককে প্রথমত স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে লিখিত অভিযোগ করতে হবে। গ্রাহককে জমা করা লিখিত অভিযোগের একটি জেরক্স কপি স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিস থেকে তারিখ ও সিলমোহর সহ রিসিভ করিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।
- ওই অভিযোগ জমা করার তারিখের থেকে ৩ দিনের মধ্যে (শহর এলাকার জন্যে) অথবা ৭ দিনের মধ্যে (গ্রাম এলাকার জন্যে) বিদ্যুৎ অফিস থেকে এসে মিটারটি ইন্সপেকশন (inspection) করে যাবেন।

- যদি মিটারটি পুড়ে গিয়ে থাকে তা হলে ইন্সপেকশন হবার ৩ দিনের মধ্যে (শহর এলাকার জন্যে) অথবা ৭ দিনের মধ্যে (গ্রাম এলাকার জন্যে) বদলে দেওয়া হবে।
- যদি মিটারটিতে অন্য কোনো সমস্যা (পুড়ে যাওয়া ছাড়া) থাকে তা হলে সেটি টেস্ট করা হবে এবং ইন্সপেকশন হবার ১০ দিনের মধ্যে (শহর এলাকার জন্যে) অথবা ২০ দিনের মধ্যে (গ্রাম এলাকার জন্যে) মিটারটি সারিয়ে/বদলে দেওয়া হবে।

২) মিটারটি পুড়ে গেছে অথবা খারাপ হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে

- এই ধরনের সমস্যা হলে গ্রাহককে প্রথমত স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে লিখিত অভিযোগ করতে হবে। গ্রাহককে জমা করা লিখিত অভিযোগের একটি জেরক্স কপি স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিস থেকে তারিখ ও সিলমোহর-সহ রিসিভ করিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।
- ওই অভিযোগ জমা করার তারিখের থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে (শহর এলাকার জন্যে) অথবা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে (গ্রাম এলাকার জন্যে) বিদ্যুৎ অফিস থেকে এসে মিটারটি বদলে দেবেন। এ ক্ষেত্রে বন্টন কোম্পানি যদি নিজে থেকেও জানতে পারেন যে মিটারটি পুড়ে গেছে তা হলেও ওই একই সময়ের মধ্যে মিটারটি বদলে দেবেন।

৩) যদি মিটারের সিল অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভেঙে গিয়ে থাকে

- যদি মিটারটি পালটানোর প্রয়োজন না থাকে এবং অবার সিল করে দিলেই কাজ হয়ে যায় তবে বিদ্যুৎ কোম্পানিকে তা করতে হবে অভিযোগ পাবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে।
- যদি মিটারটি পালটানোর প্রয়োজন থাকে তবে বিদ্যুৎ কোম্পানিকে তা করতে হবে অভিযোগ পাবার ৭ দিনের মধ্যে।

উপরের অংশে মিটার সম্বন্ধীয় যে সমস্যা ও তার সমাধানের কথা বলা হল সেগুলি একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি গ্রাহকের কোনো ভুল না থেকে থাকে। যদি কখনো দেখা যায় যে গ্রাহকের ভুলে মিটারে কোনো ক্ষতি হয়েছে তবে যতক্ষণ না গ্রাহক নতুন মিটার লাগানোর যাবতীয় খরচ বিদ্যুৎ কোম্পানির অফিসে জমা করছেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন না হচ্ছে ততদিন ওই ব্যক্তি নতুন মিটার পাবেন না। এ ক্ষেত্রে উপরের সময়সীমা গুলি ধরা হবে নতুন মিটারটির খরচ জমা দেওয়ার তারিখ থেকে।

অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতি

আপনার অভিযোগ থাকলে কোথায় ও কি ভাবে জানাবেন?

রেগুলেশন ২৭ অনুযায়ী অভিযোগ জানানোর ধাপগুলি নীচের অংশে দেওয়া হল।

- প্রথমে আপনার অভিযোগ আপনার এলাকার গ্রুপ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে লিখিতভাবে জানান। রেজিস্টার-এ আপনার অভিযোগ নথিভুক্ত করুন এবং অভিযোগ নম্বর সংগ্রহ করুন।
- গ্রুপ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে সমস্যার সমাধান না হলে কিংবা আপনি যদি সেখানকার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন তাহলে আপনি আপনার সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন সার্কেল অফিসের সার্কেল গ্রীভান্স রিড্রেসাল অফিসারের (সি. জি. আর. ও.) কাছে লিখিতভাবে জানাবেন। এটি আপনি এ.ডি. সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।
- অভিযোগ পাওয়ার ৭ দিনের সি.জি.আর.ও অভিযোগ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ও বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি একটি শুনানির ব্যবস্থাও করবেন এবং অভিযোগকারীকে সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে ২১ দিনের মধ্যে জানাবেন (যদি টেকনিক্যাল এক্সপার্টের প্রয়োজন হয়) অথবা ৪৫ দিনের মধ্যে জানাবেন (যদি টেকনিক্যাল এক্সপার্টের প্রয়োজন হয়)।
- আপনার অভিযোগ জানানোর ৪৫ দিনের মধ্যে কোনো শুনানি বা নিষ্পত্তি যদি না হয়, সেক্ষেত্রে সি.জি.আর.ও.-কে করা অভিযোগের মূল আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ আর ১৫ দিনের মধ্যে আপনি ওমবাডসম্যান-এর (মহামান্য লোকপাল) অফিসে সাদা কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য-সহ আবেদন করবেন।
- যদি সি.জি.আর.ও.-এর জারী করা আদেশে আপনি সন্তুষ্ট না হন তবে ওই আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপনি ওমবাডসম্যান-এর অফিসে সাদা কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আবেদন করতে পারেন।

লিখিত অভিযোগ পত্রের সাথে নীচের তথ্যগুলি দিতে হবে—

- গ্রাহকের নাম
- কনজিউমার নম্বর
- সংক্ষিপ্ত আকারে অভিযোগের বিবরণ
- যদি এর আগে কোনো অভিযোগ করে থাকেন তাহলে অভিযোগ পত্রের প্রতিলিপি
- আগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নির্দেশ বেরিয়ে থাকলে তারও প্রতিলিপি
- যদি অন্য কোথাও ব্যাপারটি বিচারাধীন থাকে তাহলে তাও জানাতে হবে।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড (WBSEDCL) কল সেন্টার পরিষেবা চালু করেছে।

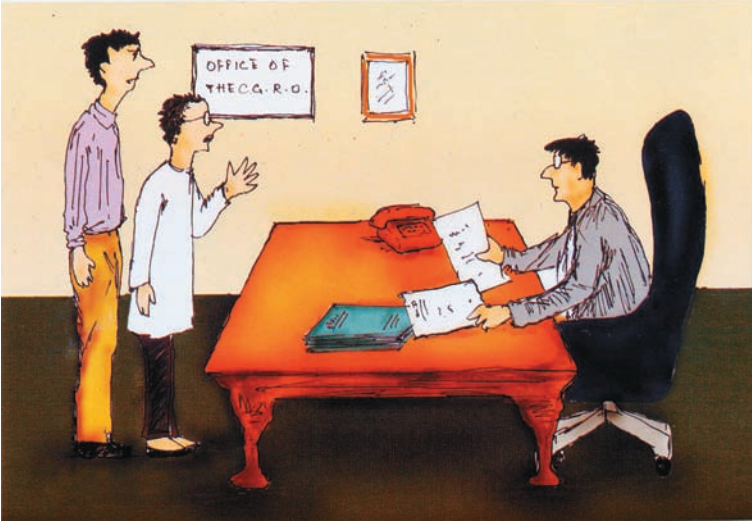
গ্রাহকদের বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে যাতে তাঁরা সরাসরি কোম্পানিকে জানাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড বা WBSEDCL শুরু করেছেন তাঁদের কল সেন্টার পরিষেবা। বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা থাকলে গ্রাহক এখন সরাসরি ওই কল সেন্টারের টোল ফ্রি (অর্থাৎ যেখানে ফোন করলে পয়সা লাগে না) নম্বরে ফোন করে জানাতে পারেন।

যে সমস্যাগুলি নিয়ে গ্রাহক সরাসরি ওই কল সেন্টারে অভিযোগ জানাতে পারেন—

- বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা ব্রেকডাউন সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারেন।
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, মিটার ও বিল সংক্রান্ত যে কোনো ত্রুটি/সমস্যা নথিভুক্ত করতে পারেন।
- বিল ও মিটার সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে পারেন।
- বিদ্যুৎ চুরি বিষয়ে জানাতে পারেন।

অভিযোগ জানানোর পরে কী হবে?

- গ্রাহক ফোন করে কল সেন্টারে অভিযোগ জানানোর পরে গ্রাহককে একটি ডকেট নম্বর জানানো হবে যা গ্রাহককে নিজের কাছে লিখে রাখতে হবে।
- প্রত্যেক এলাকায় এখন মোবাইল ভ্যান পরিষেবা চালু হয়েছে। গ্রাহকের থেকে অভিযোগ পাবার পরে কল সেন্টারগুলি সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই অফিসে এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে এলাকার মোবাইল ভ্যান কর্মীদের কাছে সেই সমস্যার কথা জানিয়ে দেবেন।
- যদি অভিযোগ বিদ্যুৎ বিস্ফ/ব্রেকডাউন সম্পর্কিত হয় তবে মোবাইল ভ্যান সেই অভিযোগ অনুযায়ী মেরামতির কাজ শুরু করে দেবে। এই কাজ করার সময়সীমা রেগুলেশন ৪৬-এ বলা নিয়ম মেনেই হবে।
- গ্রাম এলাকায় বসবাসকারী গ্রাহকদের জন্য জেনে রাখা দরকার যে যদি রাত ৮ টার পরে কোনো বিস্ফাট হয় তাহলে তা মেরামতির জন্য কর্মীরা পরের দিন সকালে ৬টায় আসবেন। বাকি সময়সীমা রেগুলেশন ৪৬-এ বলা নিয়ম মেনেই হবে।



বিদ্যুৎ পরিষেবা বিভিন্ন কারণে বিপর্যস্ত হলে তা কিভাবে, কত সময়ের মধ্যে মেরামতি হবে তার নিয়মগুলি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রেগুলেশন নং ৪৬-এ বলা হয়েছে—

বিদ্যুৎ বিপর্যস্ত হবার কারণ	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
(ক) সরবরাহকারী ফিউজ পুড়ে গেলে	৩ ঘণ্টা	৮ ঘণ্টা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) ৬ ঘণ্টা (অক্টোবর থেকে মে)
(খ) তার চুরি হয়ে গেলে	৪ ঘণ্টা	১৬ ঘণ্টা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) ১০ ঘণ্টা (অক্টোবর থেকে মে)
(গ) ওভারহেড তারের (LT এবং HT) উপর গাছ পড়ে গেলে (যদি না পোল ভেঙ্গে গিয়ে থাকে)	৮ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা
(ঘ) লাইনে শর্টসার্কিট হয়ে নষ্ট হলে <ul style="list-style-type: none"> ▪ মাটির তলার লাইনের জন্য ▪ ওভারহেড তারের জন্য 	৬ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা	- ৩ ঘণ্টা
(ঙ) ১১ কে.ভি. ওভারহেড লাইনে ব্রেকডাউন হলে <ul style="list-style-type: none"> ▪ যেখানে পোল পাল্টানোর প্রয়োজন নেই ▪ যেখানে পোল পাল্টানোর প্রয়োজন আছে 	৬ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা	১৮ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা
(চ) ট্রান্সফরমার খারাপ হয়ে গেলে	১২ ঘণ্টা	৪৮ ঘণ্টা
(ছ) উপরে উল্লেখিত কারণ ছাড়া অন্য কারণে LT লাইনে ব্রেকডাউন হলে	৬ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা

বিদ্যুৎ বিপর্যস্ত হবার কারণ	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
(জ) সার্ভিস মেন (Service Main) খারাপ হয়ে গেলে <ul style="list-style-type: none"> ▪ ওভারহেড ▪ আভারগ্রাউন্ড 	৪ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা	১৮ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা
(ঝ) ভোল্টেজ ওঠা নামা করলে	৪ ঘণ্টা	৮ ঘণ্টা
(ঞ) চুক্তি অনুযায়ী ভোল্টেজ না পোলে <ul style="list-style-type: none"> ▪ স্থানীয় সমস্যা হলে ▪ ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে 	১৫ ঘণ্টা ৬ মাস	১৫ দিন ৬ মাস

- গ্রামের ক্ষেত্রে রাত্রি ৮ টার পর অভিযোগ পেলে কাজ পরের দিন সকাল ৩টার পর শুরু হবে এবং সকাল ৩টার পর থেকেই মেরামতির জন্য রেগুলেশনে দেওয়া সময়সীমা প্রযোজ্য হবে।
- গ্রামে লাইন চুরি যদি রাত্রি ৮ টার পর হয় তাহলেও একই ভাবে পরের দিন সকাল ৩টার পর কাজ শুরু হবে।
- যখন যান ট্রান্সফর্মার খারাপ হয়ে গেলে, কেন্দ্র তা যখন খারাপ হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সমীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে হবে। সমীক্ষা শেষ হবার ২ সপ্তাহের মধ্যে রেগুলারিটি কমিশনকে তা জানাতে হবে।

সিকিউরিটি ডিপোজিট

সিকিউরিটি ডিপোজিট কি?

যে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগের জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি নিয়ে থাকেন যেটাকে সিকিউরিটি ডিপোজিট বলা হয়।

কেন এই সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া হয়?

যদি কোনো বিদ্যুৎ গ্রাহক বন্টন কোম্পানিকে না জানিয়ে এবং তার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাকি রেখে চালে যান সেক্ষেত্রে বন্টন কোম্পানি যাতে সেই অনাদায়ী টাকা গ্রাহকের সেই গচ্ছিত টাকা থেকে তুলে নিতে পারে সেই জন্যে এই টাকাটা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখা হয়। যে টাকাটা বন্টন কোম্পানি গ্রাহকের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখে সেটা গ্রাহকের নামেই গচ্ছিত থাকে এবং সেই জমা টাকার উপর গ্রাহক ৬% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পেতে থাকেন।

সিকিউরিটি ডিপোজিট কত টাকা হবে তা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

নতুন গ্রাহকদের জন্যে—নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্যে আবেদন করার সময় গ্রাহক তার বিদ্যুৎ সংযোগের লোড (Connected Load) কত হবে তা জানান। সেই লোডের পরিমাপ অনুযায়ী সিকিউরিটি ডিপোজিট নির্ধারণ করা হয়। গ্রাহক তিন মাসে সম্ভাব্য যতটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন সেই পরিমাণ বিদ্যুতের দাম সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে ধরা হয়।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে ইচ্ছুক গ্রাহকদের ক্ষেত্র সিকিউরিটি ডিপোজিট নির্ধারণ করার নিয়ম নীচে বলা হল—

$$\text{সিকিউরিটি ডিপোজিট} = ৩ \times (\text{এনার্জি চার্জ} * + \text{ডিমান্ট চার্জ অথবা ফিল্ড চার্জ}) + \text{মিটার রেন্ট/ভাড়া} + \text{ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি}$$

* এনার্জি চার্জ = কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড (কে.ভি.এ)— $৭৩০ \times ০.৮৫ \times \text{লোড ফ্যাক্টর}$

লোড ফ্যাক্টর কার জন্য কত লাগবে

বিভিন্ন কনজিউমার/গ্রাহক শ্রেণি	লোড ফ্যাক্টর (%)
গৃহস্থ গ্রাহক/ডোমেস্টিক	১০%
কমার্শিয়াল (কানেকটেড লোড ৪ কিলোওয়াট পর্যন্ত)	১৫%
কমার্শিয়াল (কানেকটেড লোড ৪ কিলোওয়াট এর বেশি)	২০%
ইন্ডাস্ট্রিয়াল (কানেকটেড লোড ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত)	১০%
ইন্ডাস্ট্রিয়াল (কানেকটেড লোড ৪ কিলোওয়াট এর বেশি)	১৫%
কৃষি	১০%
অন্যান্য	১৫%

ডিমান্ড চার্জ (যে সমস্ত গ্রাহকদের কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড ৩০ কে.ভি.এ-এর বেশি কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড (কেভিএ) : কেভিএ প্রতি প্রযোজ্য ডিমান্ড চার্জ (বিদ্যুৎ বিলের পিছনের অংশ দেওয়া থাকে)।

ফিল্ড চার্জ (যে সমস্ত গ্রাহকদের কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড ৩০ কে.ভিএ-এর কম)—

কন্ট্রাক্ট ডিমান্ড (কেভিএ) : কেভিএ প্রতি প্রযোজ্য ফিল্ড চার্জ (বিদ্যুৎ বিলের পিছনের অংশে দেওয়া থাকে)

পুরানো বা বর্তমান গ্রাহকদের জন্যে : পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী পুরানো গ্রাহকের ক্ষেত্রে তার বিগত এক বছরের বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক বছর সিকিউরিটি ডিপোজিট পুনঃ নির্বাচন করতে হবে এবং বিগত বছরের সিকিউরিটি ডিপোজিট থেকে বর্তমান বছরের সিকিউরিটি ডিপোজিটের যদি কোনো পরিবর্তন (বাড়া বা কমা) হয় তাহলে তা বর্তমান বছরের মে মাসের বিদ্যুতের বিলের সাথে Adjust করা হবে। এক্ষেত্রে তিনটি পরিস্থিতি হতে পারে—

- বর্তমান সিকিউরিটি ডিপোজিট আগের জমা রাখা সিকিউরিটি ডিপোজিটের চেয়ে বেশি—গ্রাহককে অতিরিক্ত টাকা জমা করতে হবে।
- বর্তমান সিকিউরিটি ডিপোজিট আগের জমা রাখা সিকিউরিটি ডিপোজিটের চেয়ে কম—গ্রাহক অতিরিক্ত টাকা ফেরত পাবেন।
- বর্তমান সিকিউরিটি ডিপোজিট আগের জমা রাখা সিকিউরিটি ডিপোজিটের সমান—গ্রাহককে কোনো অতিরিক্ত টাকা জমা করতে হবে না বা তিনি বরং টাকা ফেরত পাবেন।

পুরানো বা বর্তমান গ্রাহকদের জন্যে সিকিউরিটি ডিপোজিট কিভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয় তা একটি উদাহরণ দিয়ে নীচে বোঝানো হলো—

একজন ডোমেস্টিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের সিকিউরিটি ডিপোজিট নির্ধারণ করার হিসাব দেওয়া হলো।

ধাপ ১ :

বিগত আর্থিক বছরের অর্থাৎ এপ্রিল ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১০ এই বারো মাসে গ্রাহক মোট কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন তা হিসাব করা হলো

ধরা যাক তার ১২ মাসের বিদ্যুতের ব্যবহার নিম্নরূপ—

মাস	কত ইউনিট ব্যবহার করেছেন
এপ্রিল	১৪৬
মে	১৫০
জুন	১৪২
জুলাই	১৪০
আগস্ট	১৪৬
সেপ্টেম্বর	১৪১
অক্টোবর	১৩৫
নভেম্বর	১২০
ডিসেম্বর	৯৫
জানুয়ারি	১০১
ফেব্রুয়ারি	১১৮
মার্চ	১৩৮
১২ মাসে মোট ব্যবহার	১৫৭২

সুতরাং ঐ গ্রাহকের প্রতিমাসে গড় বিদ্যুতের ব্যবহার হবে

$$১৫৭২ \text{ ইউনিট} / ১২ = ১৩১ \text{ ইউনিট।}$$

ধাপ ২ :

এবার আমাদের এই এক মাসের মোট বিদ্যুতের ইউনিটের দাম নির্ধারণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অনুমোদিত বিদ্যুৎ মাসুল তালিকা অনুযায়ী গ্রামীণ Domestic গ্রাহকের মাসিক বিদ্যুৎ মাসুলের Slab গুলি এই রকম—

প্রথম ২৫ ইউনিট = ৩.০০ টাকা
পরের ৩৫ ইউনিট = ৩.৪৫ টাকা
পরের ৪০ ইউনিট = ৪.৬০ টাকা
পরের ১০০ ইউনিট = ৫.০৫ টাকা
পরের ৩০০ ইউনিট = ৬.৮৫ টাকা

আমরা যদি এ ১৩১ ইউনিট বিদ্যুৎকে উপরের Slab অনুযায়ী হিসাব করি তবে তা হবে এই রকম—

প্রথম ২৫ ইউনিট	× ৩.০০ টাকা	= ৭৫.০০ টাকা
পরের ৩৫ ইউনিট	× ৩.৪৫ টাকা	= ১২০.৭৫ টাকা
পরের ৪০ ইউনিট	× ৪.৬০ টাকা	= ১৮৪.০০ টাকা
পরের ৩১ ইউনিট	× ৫.০৫ টাকা	= ১৫৬.৫৫ টাকা
<u>মোট ১৩১ ইউনিট বিদ্যুতের দাম হবে</u>		<u>= ৫৩৬.৩০ টাকা</u>

যেহেতু সিকিউরিটি ডিপোজিট তিন মাসের বিলের উপর হয় সুতরাং তিন মাসের মোট টাকার পরিমাণ হবে

$$৫৩৬.৩০ \text{ টাকা} \times ৩ = ১৬০৮.৯০ \text{ টাকা}$$

এছাড়াও যে সমস্ত স্থায়ী চার্জ সিকিউরিটি ডিপোজিটের জন্য প্রযোজ্য হয় সেগুলি হলো—

- Fixed / Demand / Minimum চার্জ হিসাবে প্রতিমাসে ৫ টাকা (ডোমেস্টিক গ্রাহকের জন্য)
- প্রতিমাসে ১০ টাকা হিসাবে মিটার ভাড়া
- মিটারের দামের ২৫% যা ডোমেস্টিক গ্রাহকের এর বছরের জন্য ২৫০ টাকা

ধাপ ৩ :

এবার এক নজরে দেখা যাক সমস্ত মাসুল ও বিভিন্ন স্থায়ী চার্জ ধরে সিকিউরিটি ডিপোজিটের বিলটা ঠিক কি হয়।

তিন মাসের মোট ব্যবহারিক বিদ্যুতের চার্জ	১৬০৮.৯০ টাকা
Fixed / Demand / Minimum চার্জ ৫ টাকা	
প্রতিমাস হিসাবে তিন মাসে	১৫.০০ টাকা
মিটার ভাড়া ১০ টাকা প্রতিমাস হিসাবে তিন মাসে	৩০.০০ টাকা
মিটারের দামের ২৫% বার্ষিক হারে	২৫০.০০ টাকা
ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি	০০.০০ টাকা*
মোট	১৯০৩.৯০ টাকা

* ইলেক্ট্রিসিটি ডিউটি তখনই প্রযোজ্য হয় যখন গ্রাহক মাসে ৩০০ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। তার হার ১০%

ধরা যাক এই মোট পরিমানকে আমরা বলছি $A = ১৯০৩.৯০$ টাকা

ধাপ ৪ :

এবার দেখা হবে যে গ্রাহকের আগের জমা করা সিকিউরিটি ডিপোজিট কত ছিল এবং তার উপরে সুদ কত হয়েছে।

ধরা যাক তিনি আগে ৩০০ টাকা জমা করেছিলেন নতুন সংযোগ নেওয়ার সময়। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত তার সুদ হচ্ছে ৭৮.৭৫ টাকা। (বাকি ২০০৯ এপ্রিল থেকে মার্চ পর্যন্ত হয়েছে ২২.৭২ টাকা।)

অর্থাৎ তার জমা টাকা ও সুদ মিলিয়ে হবে

$$৩০০ + ৭৮.৭৫ + ২২.৭২ = ৪০১.৪৭ \text{ টাকা}$$

সুতরাং তার মোট জমা টাকার পরিমাণ ৪০১.৪৭ টাকা

ধরা যাক একে আমরা বলছি $B = ৪০১.৪৭$ টাকা

ধাপ ৫ :

এবার আমরা নতুন নির্ধারিত টাকার পরিমাণ থেকে গ্রাহকের জমা টাকা বাদ দেব।

অর্থাৎ $A - B = ১৯০৩ \text{ টাকা} - ৪০১.৪৭ \text{ টাকা} = ১৫০২.৪৩ \text{ টাকা}$

এই ১৫০২.৪৩ টাকা হবে গ্রাহকের সিকিউরিটি ডিপোজিট। এই পরিমাণ টাকা চার বা তার বেশি কিস্তিতে গ্রাহক দিতে পারেন।

বিদ্যুৎ বিষয়ক অভিযোগ জানানোর জন্যে টোল ফ্রি টেলিফোন নম্বর

জোনাল কল সেন্টার

- বিদ্যুৎ বিভাগে, অভিযোগ দায়ের করতে
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, বিল ও মিটার সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা নথিভুক্ত করতে
- বিল ও মিটার সংক্রান্ত তথ্য জানতে ফোন করণ নীচের নম্বরে—

হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বিধাননগর -	১৮০০ ৩৪৫ ৫২২০
বর্ধমান ও বীরভূম	১৮০০ ৩৪৫ ৩২০১
নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ	১৮০০ ৩৪৫ ৩২১৩
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	১৮০০ ৩৪৫ ৩২০৬
পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া	১৮০০ ৩৪৫ ৩২১২

বিদ্যুৎ চুরি সম্বন্ধে জানাতে ফোন করণ নীচের টোল ফ্রি নম্বরে

১৮০০ ৩৪৫ ২৭৮৭

নোট

Consumer Unity & Trust Society

Calcutta Resource Centre

3, Suren Tagore Road, 2nd Floor, Kolkata - 700 019

Phone: (91)-33-40683154, Telefax: (91)-33-24604987;

Email: calcutta@cuts.org; cutscal@vsnl.com;

Web: www.cuts-international.org